‘রেড জোন’; পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ

দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এখন নতুন পদ্ধতিতে শতভাগ লকডাউনে যাচ্ছে সরকার। কাল রবিবার রাজধানী ঢাকায় এই লকডাউন শুরু হওয়ার কথা। আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে দেশের অন্যান্য স্থানে লকডাউন কার্যকর হবে এলাকাভিত্তিক। স্বাস্থ্য বিভাগ এ ব্যাপারে এরই মধ্যে সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে রাজধানীর যেসব এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে, সেসব এলাকা আজ-কালকের মধ্যেই লকডাউন করা হবে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতর সূত্র জানায়, প্রথম দফায় সরকার রাজধানী ঢাকাকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ঢাকার যে যে এলাকায় বেশি সংক্রমণ ঘটেছে এবং বেশি রোগী আক্রান্ত সেসব এলাকা চিহ্নিত করার কাজ প্রায় শেষ করা হয়েছে। এখন বিশেষজ্ঞদের অভিমতের ভিত্তিতে ওই এলাকাগুলো লকডাউন করে দেওয়া হবে। এরপর গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জের যেসব এলাকায় সবচেয়ে বেশি রোগী রয়েছে সেসব এলাকা একই পদ্ধতিতে লকডাউন করা হবে।

এবারের লকডাউনে সর্বোচ্চ কড়াকড়ি আরোপ করা হবে। লকডাউন করা ‘রেড জোন’ এর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত কাউকেই ঘর থেকে বের হতে দেওয়া হবে না।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বিশেষজ্ঞ কমিটি বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করে ঢাকাসহ সারা দেশের বড় বড় শহর থেকে শুরু করে একেবারে গ্রাম পর্যন্ত প্রায় সব এলাকায় প্রতিদিন শনাক্ত হওয়া আক্রান্তদের মোবাইল নম্বর চিহ্নিত করে ওইসব এলাকার ম্যাপ তৈরি করছেন। রাজধানীতে এ কাজ প্রায় শেষ। দেশের অন্যান্য এলাকায় এখনো চিহ্নিত করার কাজ চলছে।

স্বাস্থ্য ও সেবা বিভাগের একজন কর্মকর্তা বাংলাদেশ প্রতিদিনকে জানান, মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে রোগী চিহ্নিত করার পর যেসব এলাকায় সবচেয়ে বেশি রোগী দেখা যাচ্ছে সে এলাকাকে ‘রেড জোন’ বলে ঘোষণা দিয়ে ওই এলাকা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পুরোপুরি লকডাউন করে

লকডাউন করা হবে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনা আক্রান্ত নাসিমের অবস্থা সংকটাপন্ন

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য, কেন্দ্রীয় ১৪ দলের মুখপাত্র ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের অবস্থা সংকটাপন্ন। তাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে মোহাম্মদ নাসিমের সাবেক এপিএস মোশাররফ হোসেন যুগান্তরকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, উনার অবস্থা সংকটাপন্ন। বর্তমানে আইসিইউতে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে। ৪৮ ঘণ্টা পার হলে চিকিৎসকরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন।

জ্বর-কাশিসহ করোনাভাইরাসের লক্ষণ নিয়ে গত ১ জুন দুপুরে ঢাকার শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে ভর্তি হন নাসিম। সেখানেই করোনাভাইরাস পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

রাতে ওই পরীক্ষার ফল ‘পজিটিভ’ আসে। তার পরের তিন দিন পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও শুক্রবার সকালে নাসিমের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তার অস্ত্রোপচার করা হয়।

হাসপাতালের নিউরো সার্জন অধ্যাপক রাজিউল হকের নেতৃত্বে কয়েক ঘণ্টার অস্ত্রোপচার শেষে তাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে (আইসিইউ) স্থানান্তর করা হয়।

২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান মোহাম্মদ নাসিম। এর আগে ১৯৯৬-২০০১ সালের আওয়ামী লীগ সরকারের সময় স্বরাষ্ট্রসহ একাধিক মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

# [redacted]

[redacted]

ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড, বাংলাদেশ লিজিং এন্ড ফিন্যান্স কোম্পানিহ এ্যাসোসিয়েশন, আইপিডিসি ফিন্যান্স লি., লংকা-বাংলা ফিন্যান্স লি., উত্তরা ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি., বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যশোর, জিএমএস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাস্ট্রিজ লি. এবং দিএমএস চেক্সটাইল লি, বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিজ, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, আলিবাবা এন্ড জ্যাক মা ফাউন্ডেশন, ফ্যাশন গ্লোব গ্রুপ, আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফর্মেশন সার্ভিস, সৎসঙ্ঘ হেমায়েতপুর, পাবনা এবং পিপিএস পাইপ ইন্জাস্ট্রিজ লি.।

একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মোহাম্মাদ শাহাবুদ্দিন চুপ্পু এবং গাইনি বিশেষজ্ঞ ডা. রাফা ইসলাম, বারডেমের মেডিকেল অফিসার ডা. সোনিয়া জামিন প্রিত এবং জেডএইচ শিকদার মেডিকেল কলেজের প্রভাষক ডা. সাদিয়া আহমেদও অনুদান প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম এ সময় উপস্থিত ছিলেন। সূত্র-যুগান্তর

নাসিম আইসিইউতে,শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল

কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিমকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে(আইসিইউ)স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন ডাক্তাররা।

সোমবার রাত ৯টায় অক্সিজেন জনিত সমস্যা দেখা দিলে তাকে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালের আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয় বলে জানান হাসপাতালের পরিচালক ও প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা আল ইমরান চৌধুরী।

তিনি গণমাধ্যমকে জানান,বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে।সোমবার দুপুর ১২টায় তিনি জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। করোনার উপসর্গ মনে হওয়ায় নমুনা পরীক্ষা করা হয়। রাত ৮ টায় প্রতিবেদন পাওয়া গেলে দেখা যায় তিনি কোভিড-১৯ আক্রান্ত।

আইসিইউতে স্থানান্তরের বিষয়ে আল ইমরান চৌধুরী জানান,অক্সিজেন কমে যাওয়ায় তাকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তিনি শঙ্কামুক্ত।

মোহাম্মদ নাসিমের ছেলে সাবেক সংসদ সদস্য তানভীর শাকিল জয় জানান, রাতে করোনা পরীক্ষার ফল পজিটিভ আসে। বাবার সুস্থতার জন্য সবার দোয়া চেয়েছেন তিনি।

তাকে আজ সকালে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নেয়ার কথা জানান আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া।মোহাম্মদ নাসিমকে প্রয়োজনে সিএমএইচে নেয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন বলে সোমবার বিকালে জানিয়েছিলেন ছেলে জয়।

বেশ কয়েক দিন ধরে অসুস্থ মোহাম্মদ নাসিমের চার দিন আগেও একবার করোনাভাইরাস পরীক্ষা করা হয়। তখন ফল নেগেটিভ এসেছিল।

জাতীয় চার নেতার একজন শহীদ এম মনসুর আলীর ছেলে মোহাম্মদ নাসিম আওয়ামী লীগের ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর মন্ত্রিসভায় না থাকলেও পরের মেয়াদে তাকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী করেন শেখ হাসিনা। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাসিমের করোনা পজিটিভ

সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের করোনা পজিটিভ। সোমবার রাতে তার ছেলে সাবেক সংসদ সদস্য তানভীর শাকিল জয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে শারীরিক ‘দুর্বলতা’ নিয়ে রাজধানীর শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালে ভর্তি হন মোহাম্মদ নাসিম।

হাসপতালে ভর্তির পর তার করোনাভাইরাসের পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়। পরীক্ষায় তার করোনা পজিটিভ আসে।

বিস্তারিত আসছে…

বিএনপি নিজেদের অফিসে নিজেরাই আগুন দেয়, কর্মীরা নেতাকে পিটায়: কাদের

নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে হাত দিয়ে আকাশ ঢাকার অপচেষ্টা আর মিথ্যাচার বিএনপির ঐতিহ্য বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

সোমবার সংসদ ভবনের সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও বার্তায় তিনি এসব কথা বলেন।

বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কথা সামনে এনে ওয়ায়দুল কাদের বলেন,‘আন্দোলন সংগ্রাম আর নির্বাচনে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে বিএনপি জনগণের কাছে যেতে ভয় পায়। দুর্যোগকালে অসহায় মানুষের পাশে না থেকে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ থেকে দূরে অবস্থান করে নিজেদের জনরোষ থেকে বাঁচাতে সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে। দলের নেতাদের মধ্যে সমন্বয় নেই। নিজেদের অফিসে নিজেরা আগুন দেয়। কর্মীরা নেতাকে পিটায়, যারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করতে পারে না, তারা আবার সমন্বয়ের কথা বলে? নিজেরা অসহায় কর্মহীন মানুষের পাশে দাঁড়াতে নির্লজ্জভাবে ব্যর্থ হয়ে দায়িত্বহীন বক্তব্য রাখছে, বিষোদগার করছে, যা প্রকারান্তরে ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা ও আক্রান্তদের মনোবল নষ্ট করছে।

তিনি বলেন, এদেশে দুর্যোগ গণমানুষের পাশে সবার আগে আওয়ামী লীগ ছুটে যায় এটাই আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে

হাতের তালু দিয়ে আকাশ ঢাকার অপচেষ্টা আর মিথ্যাচার বিএনপির ঐতিহ্য।

সরকারের কর্মকাণ্ড তুলে ধরে সেতুমন্ত্রী বলেন,বিশ্বব্যাপী শেখ হাসিনা সরকারের সংকট সমাধানের সাহসী ও মানবিক প্রয়াস প্রশংসিত হচ্ছে। আর বিএনপি খুঁজে পাচ্ছে সমন্বয়হীনতা। নিজেরা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে নির্লজ্জভাবে ব্যর্থ হয়ে দায়িত্বহীন বক্তব্য রাখছে। বিষোদগার করছে, যা প্রকারান্তরে ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা ও আক্রান্তদের মনোবল নষ্ট করছে। আমি সংকটে তাদের দায়িত্বশীল রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাচ্ছি। সূত্র-যুগান্তর

জনগণের জন্য ৮০ শতাংশ ভাড়া সমন্বয় করা বাড়তি চাপ: কাদের

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, দেশের জনগণের জন্য ৮০ শতাংশ ভাড়া সমন্বয় করা বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে। সরকারকে যেমন যাত্রীদের স্বার্থ দেখতে হবে, তেমনি পরিবহন খাতকেও সহযোগীতা করতে হবে। জনগণের তথা যাত্রীদের অর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়েই সরকার প্রস্তাবিত ভাড়ার হার কমিয়ে যৌক্তিক পর্যায়ে সমন্বয় করতে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আজই প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।

তিনি আজ সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের দায়িত্বরত সকল কর্মকর্তা- কর্মচারীদের সাথে তাঁর সংসদের বাসা থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং যুক্ত হয়ে একথা বলেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, জনগণের অর্থ নয় ছয় করা যাবে না, সকলকে যার যার দায়িত্ব যথাযথভাবে ন্যায় নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে।
সবাই আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই সংকট কাটিয়ে উঠার আশাবাদ ব্যক্ত করে ওবায়দুল কাদের বলেন, উন্নয়ন কার্যক্রমের কাজ থেমে গেলে জীবনের কাজও থেমে যাবে,

কাজ করতে হবে নব উদ্যমে, নতুন বাস্তবতায়, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে। তিনি বলেন, জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ সবাইকে সৎব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, মালিক শ্রমিক সংগঠনগুলো দেশ ও জাতির এই সংকটকালে মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিবেন। তিনি বলেন, যে সকল প্রকল্প অগ্রাধিকার তালিকায় আছে সেসকল প্রকল্পের কাজ দ্রুত করতে হবে। দেশি বিদেশি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করে কাজ করতে হবে। শ্রমিকদের বেতন যেন যথাসময়ে দেওয়া হয় তাও নিশ্চিত করতে হবে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

ঈদে আনন্দ করুন ঘরে বসেই: প্রধানমন্ত্রী

বৈশ্বিক মহামারীর মধ্যে আসা এবারের ঈদ সবাইকে ঘরে থেকেই উদযাপন করতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া স্বাস্থ্য সতর্কতায় কোনো ঢিলা না দিতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে তিনি সবাইকে ‘ঈদ মুবারক’ জানান। বললেন, প্রাণঘাতী করোনা সারা বিশ্বে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। তার উপর ঘূর্ণিঝড় আম্পানের তাণ্ডবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রোববার দেয়া এই ভাষণে প্রধানমন্ত্রী সবাইকে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করতে বলেছেন, সংকটে সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপও তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, করোনাভাইরাস প্রতিরোধে এ বছর সব ধরনের গণ-জমায়েতের উপর বিধিনিষেধ আরোপের ফলে স্বাভাবিক সময়ের মতো এবার ঈদুল ফিতর উদযাপন করা সম্ভব হবে না।

‘ঈদগাহ ময়দানের পরিবর্তে মসজিদে মসজিদে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদের নামাজ আদায় করার ব্যবস্থা নেয়া

হয়েছে।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ বছর আমরা সশরীরে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে বা ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতে না পারলেও টেলিফোন বা ভার্চুয়াল মাধ্যমে আত্মীয় স্বজনের খোঁজখবর নেব।

সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা ঈদের আগে স্বাস্থ্যবিধি এবং অন্যান্য নিয়মনকানুন মেনে কিছু কিছু দোকানপাট খুলে দেয়ার অনুমোদন দিয়েছি। যারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলেছেন এবং যারা দোকানে কেনাকাটা করতে যাচ্ছেন, আপনারা অবশ্যই নিজেকে সুরক্ষিত রাখবেন। ভিড় এড়িয়ে চলবেন।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, আপনার সুরক্ষা আপনার হাতে। মনে রাখবেন আপনি সুরক্ষিত থাকলে আপনার পরিবার সুরক্ষিত থাকবে, প্রতিবেশী সুরক্ষিত থাকবে, দেশ সুরক্ষিত থাকবে।

মহামারীর মধ্যে ঈদ উদযাপনে ধনবানদের অন্যদের পাশের দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, এই দুঃসময়ে আপনি আপনার দরিদ্র প্রতিবেশী, গ্রামবাসী বা এলাকাবাসীর কথা ভুলে যাবেন না। আপনার যেটুকু সামর্থ্য আছে, তাই নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ান। তাহলেই ঈদের আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে আপনার ঘর এবং হৃদয়-মন।

এসময় চিকিৎসক, নার্সসহ যে স্বাস্থ্যকর্মীরা করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের সেবা করছেন, তাদের ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী।

এছাড়া পুলিশ, বিজিবি, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ও মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা, যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ত্রাণসামগ্রী বিতরণসহ সরকারের নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন, তাদেরও শুভেচ্ছা জানান তিনি। সূত্র-যুগান্তর

মেহেরপুর পৌর মেয়রের উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর উদ্যোগে অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে ঈদ -উল ফিতর উপলক্ষে মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঈদ সামগ্রী তুলে দেন।

মেহেরপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ১হাজার পরিবারের মাঝে এই ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এ নিয়ে মেহেরপুর পৌরসভার ১১হাজার পরিবারে কাছে পৌঁছে গিয়েছে খাদ্য সহায়তা।

জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, করোনা ভাইরাসের কারনে যে সব খেটে খাওয়া মানুষ গুলো কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের মাঝে এই সামান্য উপহার খাদ্য সামগ্রী বিতরন করছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই প্রতিনিয়ত খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে চলছি।

তিনি আরও বলেন যতদিন করোনা পরিস্থিতি থাকবে ততদিন আমার পৌর এলাকাতে কেও না খেয়ে থাকবে না।

ত্রাণ বিতরণে সহযোগিতা করেন প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন , ৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন, ৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শাকিল রাব্বী ইভানসহ যুবলীগ নেতাকর্মীরা।

গাংনীতে শ্রমজীবী ও অসচ্ছল ব্যাক্তিদের হাতে চেক তুলে দিলেন এমপি খোকন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার শ্রমজীবী ও অসচ্ছল ৩৯ জনের মাঝে চেক প্রদান করেছে শ্রমও কল্যাণ কর্ম সংস্থান মন্ত্রনালয়।

মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন তার নিজ বাসভবনে উপস্থিত থেকে ৩৯ জন শ্রম জীবী মানুষের মাঝে এই চেক বিতরণ করেন।

এই উপজেলার শ্রমজীবি অস্বচ্ছল মানুষের আবেদনের ভিত্তিতে শ্রম ও কর্ম সংস্থান কল্যাণ মন্ত্রনালয় ৩৯ জন মানুষের মাঝে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দিয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া অঞ্চলের শ্রম অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, বামন্দী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান কমল, গাংনী উপজেলা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের আহবায়ক রবিউল ইসলাম প্রমুখ।